মুঘল যুগের ইতিহাস চর্চা সম্পর্কে আলোচনা করো ?

মুঘল যুগকে মধ্যযুগের সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চার স্বর্ণযুগ বলা হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগের প্রথম পর্ব অর্থাৎ তুর্ক- আফগান যুগ এবং মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ মুঘল শাসনের যুগ ইতিহাসদর্শনচর্চার বিকাশের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এক গৌরবময় অধ্যায়। ভারতের ইতিহাস: আদিমধ্যযুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ(650-1556খ্রিস্টাব্দ) নামক গ্রন্থে তুর্ক -আফগান যুগ তথা মধ্যযুগের ইতিহাস চর্চার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এখন মুঘল যুগের ইতিহাসচর্চার কোন কোন ক্ষেত্রে তুর্ক- আফগান যুগের ইতিহাস চর্চা অপরিবর্তিত ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিহাসচর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল তা ইতিহাসদর্শনের দিক থেকে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ ইতিহাস সচেতনতা এযুগে আরও ব্যাপক ও গভীর হয়েছিল। তুর্ক- আফগান যুগের ইতিহাস চর্চার সূত্র ধরেই মুঘল যুগে ভারতীয় ইতিহাস বিদ্যার ক্ষেত্রে এক নতুন পর্বের সূত্রপাত ঘটে এবং ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে রাজবংশীয় ও প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ইতিহাস,সরকারি ঘটনাপঞ্জি, স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনীমূলক ও আধুনিক অর্থে ইতিহাস লেখার অভাবনীয় সমুন্নতি ঘটে এবং এক বিশাল বৈচিত্র্যময় ঐতিহাসিক সাহিত্য গড়ে ওঠে। এভাবে ঐতিহাসিক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক নতুন ঐতিহাসিক উপাদান যুক্ত হয়। তাই আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বিশেষ করে আলিগড় গোষ্ঠী মধ্যযুগের ইতিহাসদর্শনচর্চার ওপর জোর দিয়েছেন।কারণ মুঘল যুগের ইতিহাসচর্চা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগের ইতিহাস চর্চার ভিত্তি একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। সম্ভবত অনেক ক্ষেত্রেই বলা যায় মুঘল যুগ থেকেই আধুনিক যুগের উত্তরণ ঘটেছিল।

মোগল ইতিহাস রচয়িতা দের সামাজিক মর্যাদা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রাক- মোগল যুগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। রাজবৃত্ত রচনায় এই সব ঐতিহাসিকদের রাজানুগ্রহ বা আর্থিক লাভের বাসনা অন্তত সুলতানি আমলের চেয়ে অনেক কম ছিল। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ঐশ্বরিক বিধান বলে ব্যাখ্যা করবার প্রবণতা থাকলেও মোগল ইতিহাস চর্চায় মানব সম্পর্কিত বিষয় গুলি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। মোগল ইতিহাস চর্চায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, ইতিহাসকে ধর্মের অনুশাসন থেকে মুক্ত রাখা। মোগল যুগে নিরপেক্ষ,ঘটনাকেন্দ্রিক বিবরণ ও বিশ্লেষণ রচনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, মোগল যুগে ইতিহাস চর্চায় ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্কে গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা যায়। পরবর্তী মধ্যযুগের ইতিহাসবিদ্যায় অনন্য বৈশিষ্ট্য হল ' ইতিহাসের লৌকিকীকরণ '।

মোগল যুগের ইতিহাস চর্চার প্রধান তিনটি ধারার কথা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন - সমকালীন ইতিহাস, সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস,ও আধুনিক ইতিহাস।
মুঘল যুগের সমকালীন ঐতিহাসিক হলেন আবুল ফজল,বদায়ুনি,নিজামুদ্দিন আহম্মদ, আবদুল হামিদ লাহোরি,কাফি খান, ভীম সেন বুরহানপুরি ও ঈশ্বর দাস নাগর।আবুল ফজল, মহম্মদ কাজিম ও আবদুল হামিদ লাহোরি দরবারি ইতিহাস লিখেছেন। বদায়ুনি ও কাফি খান সম্রাটের এর অনুমোদন নিয়ে ইতিহাস লেখেননি, তবে মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার ত্রুটি-

বিচ্যুতি তাঁদের রচনায় রয়ে গেছে। এদের ইতিহাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল রাজনীতি, শাসন ও যুদ্ধবিগ্রহ; সামাজিক,অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখায় এরা উৎসাহ দেখাননি। রাষ্ট্রের উত্থান-পতনে, সমাজ পরিবর্তনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তিগুলি যে সক্রিয় থাকে এই ধারণা দ্বারা তাঁরা পরিচালিত হননি। তবে এদের ইতিহাস পারম্পর্যহীন ঘটনাবলীর সমারোহ বলে নস্যাৎ করা ঠিক হবে না। ঘটনাবলীর মধ্যকার সম্পর্ক সম্পর্কে তারা সচেতন ছিলেন।আকবরের বন্ধু ও জীবনীকার আবুল ফজল আকবরের ইতিহাস লিখেছেন। আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরীর সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল আবুল ফজল আকবরের গুণগুলি কে বেশি করে তুলে ধরেছেন, দোষ গুলিকে চেপে গেছেন। ভাষা আলংকারিক ও আড়ম্বরপূর্ণ।আবুল ফজল তার প্রভুর গুণাবলী নিয়ে এত মশগুল হয়েছেন যে সাধারণ মানুষের কথা তেমন করে বলতে পারেননি। বদায়ুনি ও বারানির মতো তিনি তন্ময়চিত্ত, কিন্তু তাদের মতো করে তিনি যুগধর্মকে তুলে ধরতে পারেননি। এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্বেও তিনি হলেন সমকালীন ইতিহাস চর্চার নূতন পথের দিশারী। পুরনো প্রচলিত পদ্ধতি ও আঙ্গিক পরিত্যাগ করে তিনি নূতন পদ্ধতির প্রচলন করেন। তিনি সম্ভবত প্রথম ভারতীয় ঐতিহাসিক যিনি যুক্তিবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত করেন।

প্রথম দিককার সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস রচনার পর্ব শেষ হয়ে যায় এলফিনস্টোনের সঙ্গে। এলিয়ট হলেন দ্বিতীয় পর্বের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ও ডাওসন মনে করেন যে মধ্যযুগের ঐতিহাসিকরা সামান্য তথ্যই রেখে গেছেন। পরবর্তী কালের পিটার হার্ডির মতো এঁরাও মনে করেন যে মধ্যযুগের দরবারি ঐতিহাসিক কিছু উপাদান (কাঁচামাল)রেখে গেছেন। এগুলিকে সযত্নে পরিশুদ্ধ করে আধুনিক ইতিহাস লেখার দরকার হয়। মধ্যযুগের ঐতিহাসিকদের প্রতি ইলিয়ট ও তাঁর অনুগামীদের কোনো সহানুভূতি ছিল না। তারা সংকীর্ণ দৃষ্টিতে মধ্যযুগের ইতিহাস বোঝার চেষ্টা করেছেন, তাচ্ছিল্যও দেখিয়েছেন। ইউরোপের ঐতিহাসিকরা যে উন্নত পদ্ধতির অনুসরণ করে চলে ছিলেন মধ্যযুগের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন দেখা যায় না। দ্বিতীয় পর্বের বেশিরভাগ ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ছিলেন প্রশাসক। তারা শুধু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছেন, জীবনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে নীরব থেকেছেন, মনুষ্য সমাজের পরিবর্তনমুখিনতার কথা উল্লেখ করেননি। শেষ পর্বের ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা দুটি উপাদানের উপর নির্ভর করে ইতিহাস লিখেছেন - ফার্সি উপাদান এবং ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণী। বলা হয় উপাদানের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা হল ইতিহাস চর্চার একটি মৌল নীতি। তাঁরা উপাদানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ না করে ইতিহাস লিখে গেছেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বিশেষ করে আলিগড় গোষ্ঠী মোগল যুগের ইতিহাস চর্চার উপর জোর দিয়েছেন। মুঘল যুগের ইতিহাস রচনায় একটি নতুন ঘরানা তৈরি হয়েছে। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন সতীশচন্দ্র, ইরফান হাবিব, আতহার আলি, ইকতিদার আলম খান, মুজাফ্ফর আলম,লোমান আহমদ সিদ্দিকি,গৌতম ভদ্র, শিরিন মুসবি প্রমূখ ঐতিহাসিক। এঁরা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মোগল ইতিহাস বিশ্লেষণ করেন নি, বরং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন। এঁদের সকলের দৃষ্টি ভঙ্গিও এক নয়। তা সত্ত্বেও এঁরা মার্কসীয় দর্শনের উপর বিশ্বাস রেখে মোঘল যুগের বিজ্ঞানসম্মত নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এদের রচনায় মোগল যুগের ইতিহাস চর্চা যেমন সমৃদ্ধতর হয়েছে, তেমনই এদের বিশ্লেষন মোগল রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক

হয়েছে।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :--

1) ইতিহাস চর্চা বলতে কী বোঝো ?
2) মুঘল যুগের ইতিহাস চর্চা তে কারা জোর দিয়েছিলেন ?
3) মুঘল যুগের ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু কি ছিল ?
4) এই যুগের ইতিহাস চর্চা কে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি ?
5) মুঘল যুগের ইতিহাস চর্চার প্রত্যেকটি ভাগ এর বিবরণ দাও ।

সূত্র নির্দেশাবলী :--

1) মুঘল সাম্রাজ্য থেকে ব্রিটিশ রাজ (1556-1818)-- সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়।
2) ভারতের ইতিহাস- মুঘল যুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ(1526-1818)-- তেসলিম চৌধুরী।
3) ভারত ইতিহাস পরিক্রমা(1206 - 1757 খ্রিষ্টাব্দ) -- অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি এবং অধ্যাপক অসিত কুমার মন্ডল।